ট্রাইব্যুনালের রায়ে শেখ হাসিনা ও কামালের মৃত্যুদণ্ড, মামুন পেলেন পাঁচ বছরের জেল

সংগৃহীত ছবি

জুলাইয়ের গণঅভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের রায় দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল–১। একই মামলায় স্বীকারোক্তি দেওয়া রাজসাক্ষী ও সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুনকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

সোমবার (১৭ নভেম্বর) বিচারপতি গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বেঞ্চ এই রায় ঘোষণা করে। রায়ের ৪৫৩ পৃষ্ঠার নথিটি ছয়টি ভাগে সাজানো হয়েছে, যেখানে তিনজন আসামির বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তুলে ধরা হয়।

ট্রাইব্যুনাল জানায়, তিনজনের বিরুদ্ধেই মানবতাবিরোধী অপরাধের প্রমাণ পাওয়া গেছে। রায়ে উল্লেখ করা হয় যে মামুনের অপরাধ সর্বোচ্চ দণ্ডের যোগ্য হলেও তিনি রাজসাক্ষী হওয়ায় কম সাজা পেয়েছেন। অপরদিকে শেখ হাসিনা ও কামালের পলাতক অবস্থাকেও আদালত অপরাধবোধের প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করে। রায়ে নির্দেশ দেওয়া হয়— সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে জুলাই শহীদদের নামে ব্যবহার করা হবে।

পলাতক থাকার কারণে শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান কামাল আপিলের সুযোগ পাবেন না। প্রসিকিউটর গাজী মোনাওয়ার জানান, ট্রাইব্যুনাল আইনে স্পষ্টভাবে বলা আছে যে রায় ঘোষণার ৩০ দিনের মধ্যে আপিল করতে হলে আসামিকে অবশ্যই আত্মসমর্পণ করতে হবে বা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মাধ্যমে গ্রেপ্তার হতে হবে। পলাতক অবস্থায় কোনো আসামি আপিলের সুবিধা নিতে পারে না— তাই এই দুইজনের আপিলের পথ বন্ধ হয়ে গেছে।

গত ১ জুন তিন আসামির বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল করে প্রসিকিউশন। তাদের বিরুদ্ধে মোট পাঁচটি অভিযোগ আনা হয়— গণভবনে ১৪ জুলাইয়ের সংবাদ সম্মেলনে উসকানিমূলক বক্তব্য প্রদান, হেলিকপ্টার ও প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহার করে আন্দোলন দমন করার নির্দেশ, রংপুরে আবু সাঈদকে গুলি করে হত্যা, রাজধানীর চানখাঁরপুলে ছয় আন্দোলনকারীকে গুলি করে হত্যা এবং আশুলিয়ায় ছয়জনকে পুড়িয়ে হত্যা। গত ১০ জুলাই এসব অভিযোগ আনুষ্ঠানিকভাবে গঠন করে ট্রাইব্যুনাল। ওই দিন একমাত্র গ্রেফতারকৃত আসামি মামুন আদালতে মানবতাবিরোধী অপরাধে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করে এবং রাজসাক্ষী হওয়ার আবেদন জমা দেন, যা পরে গৃহীত হয়।

বর্তমানে শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান কামাল পলাতক অবস্থায় রয়েছেন, আর চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন কারাবন্দি আছেন।